The Country Today

DU VC mourns death of language warrior Ahmed Rafiq

DU Correspondent

Dhaka University Vice Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan has expressed deep shock over the death of language soldier Ahmed Rafiq.

In a condolence message on Friday, the Vice Chancellor said that he played an outstanding role in the great language movement. The nation will forever remember his contribution to the language movement with respect. He has written more than a hundred books, including the history of the language movement, poems and articles. These writings of his will inspire the new generation.

The Vice-Chancellor prayed for the eternal peace of the departed soul and expressed his deep condolences to the bereaved family members.



ActionAid-DUDS Inter-University Debate festival begins

DU Correspondent

The ActionAid-DUDS Inter-University Debate Festival began on. Friday at the TSC Auditorium.

Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Education) Prof. Dr. Mamun Ahmed inaugurated the festival as the chief guest. The two-day festival was organized by Dhaka University Debating Society in collaboration with ActionAid under the theme 'Proposing Policies for Social Inclusivity'.

The inaugural ceremony was presided over by Dhaka University Debating Society President Zubair Hossain. DUDS Chief Moderator Professor Dr. SM Shamim Reza and ActionAid Bangladesh Senior Officer Advocacy and Campaigning Department Zohra Binte Zaman Boni spoke as special guests. DUCSU GS SM Farhad delivered the welcome address. Dhaka University Debating Society General Secretary Ragib Anjum conducted the program.

খবরের কাগজ



প্রোগ্রাম সুমুদ ফ্লোটিলার সৌজন্যতলোতে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মলচত্বরে বাংলার সামনে ইউনিভার্সিটি টিচার্স নিজস্ব আলোকচিত্র

ফ্লোটিলায় হামলার প্রতিবাদ

ঢাবিতে ইউটিএলের মানববন্ধনে বর্বরতা থামানোর আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

গাজায় নিহীহ ফিলিস্তিনিদের জন্য ত্রাণসামগ্রী বহনকারী আন্তর্জাতিক মানবিক নৌ অভিযান গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে শিক্ষকদের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স নিংক (ইউটিএল)। ইসরায়েলি বর্বরতা থামাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানায় সংগঠনটি।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক মানববন্ধন থেকে এ আহ্বান জানায় সংগঠনটি।

মানববন্ধনে ঢাবির ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এটিএম মোশাররফ হোসেন বলেন, 'গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় প্রতিহার করতে হবে। ফিলিস্তিনিকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সক্রিয় হতে হবে।'

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. আবু সাঈম বলেন, 'যে যুক্তি ফিলিস্তিনিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা কার্যকর হলে তাদের স্বাধীন আবাসভূমির দাবিও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। বরং ফিলিস্তিনিদের ভিত্তিতে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের সহাবস্থানই এ সংকটের একমাত্র সমাধান হতে পারে।'

অধ্যাপক মুহাম্মদ এহসানুল হক বলেন, 'গাজার দুই বছরের অবরোধ ভেঙে ফেলতে আন্তর্জাতিক অধিকারকর্মীরা জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা গাজায় ত্রাণ সরবরাহ করার জন্য একটি মানবিক করিডর তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইসরায়েল সেই অধিকারকর্মীদের জলদস্যুতার মোকাবিলা করেছে। আমরা এ জলদস্যু কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাই।'

অধ্যাপক এটিএম মোশাররফ হোসেন বলেন, 'গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। অবরোধ প্রত্যাহার করতে হবে। ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে বিশ্বসম্প্রদায়কে সক্রিয় হতে হবে।'

>> এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

ঢাবিতে ইউটিএলের মানববন্ধনে বর্বরতা

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

সমাধানেই এই সংকটের একমাত্র সমাধান হতে পারে।'

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'যখন বিশ্বু মানুষ সামান্য খাদ্য ও চিকিৎসাসামগ্রী নিয়ে গাজায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন, সেটিও সহ্য করতে পারছে না ইসরায়েল। তারা এই মানবিক উদ্যোগ বন্ধ করে দিয়েছে। আজ প্রশ্ন জাগে- কোথায় জাতিসংঘ; কোথায় ওআইসি?'

সভাপতিত্ব করেন ইউটিএলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুহাম্মদ এহসানুল হক বলেন, 'আমরা ফিলিস্তিনিদাবির সঙ্গে যোগাযোগ করছি, গাজার মুমূর্ষিটি করে এমন কোনো প্রশাসন নিয়োগ করতেই হবে, তাহলে সে প্রশাসন ফিলিস্তিনের মধ্য দেশেই তৈরি করতে হবে। আমরা নেতানিয়াহুকে অবিলম্বে এই গণহত্যা বন্ধ করার আহ্বান জানাই। গাজায় চলমান হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করে আটককৃত মানবাধিকারকর্মীদের মুক্তি এবং জরুরত সবরে ত্রাণ তরবিল পৌঁছানোর দাবি জানাচ্ছি।'

অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দিলদার হোসাইনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে ইউটিএলের সদস্য ড. মো. ফারুকুল হাসান, চারিত্র দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আ ব ম মাহবুব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী এনামুল কবির, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবু মাহফুজ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমানসহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত এ মানববন্ধনে ইউটিএলের সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও আনবাধিকারকর্মীরা এক হয়ে এ আক্রমণের প্রতিবাদ জানান।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সমকাল ০৫-১০-২৫

সুমুদ ফ্লোটিলায় হামলার প্রতিবাদে ইউটিএলের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক

গাজায় নিহীহ ফিলিস্তিনিদের জন্য খাদ্য, ত্রাণ ও চিকিৎসাসামগ্রী বহনকারী আন্তর্জাতিক মানবিক নৌ-অভিযান গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ওপর ইসরায়েলি সেনাদের আক্রমণের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ইউনিভার্সিটি টিচার্স নিঙ্ক (ইউটিএল)। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি)

সুমুদ ফ্লোটিলায় হামলার

পেজনের পৃষ্ঠার পরা প্রফেসর মো. বেলাল হোসাইনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ইউটিএলের সদস্য মো. কামরুল হাসান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মো. মুস্তাফিজুর রহমান, ঢাবির অধ্যাপক মো. আবু সায়েম, অধ্যাপক মুহাম্মদ এহসানুল হক, অধ্যাপক এটিএম মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

কামরুল হাসান বলেন, 'বিশ্ববিবেক আজ নিশ্চুপ। বিশ্বসংস্থাগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী এগিয়ে আসছে না। গাজাকে ইসরায়েল মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করেছে। বিশ্ববিবেক জাগিয়ে তোলার জন্যই এ সুমুদ ফ্লোটিলা।'

তিনি বলেন, 'আমরা চাই বিশ্বমানবতা জেগে উঠুক, যেন আর কোনো শিশু, আর কোনো মা হারে ভেসে না যায়। ইসরায়েলের এ বর্বরতা থামাতে হবে।'

প্রফেসর মো. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ফিলিস্তিনের মানুষ কেবল মুসলমান বলেই আজ তাদের ওপর ইসরায়েল অমানবিক হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। এটি অমানবের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক একটি অধ্যায়। একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হয়েও ইসরায়েল আজ সারা পৃথিবী বুকিয়ে মুখে ফেলেছে।' তিনি সুমুদ ফ্লোটিলার প্রতি সংহতি জানিয়ে বলেন, 'বিশ্বু মানুষ সামান্য খাদ্য ও চিকিৎসাসামগ্রী নিয়ে গাজায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, অথচ ইসরায়েল সেটিও সহ্য করতে পারছে না। তারা এ মানবিক উদ্যোগ বন্ধ করে দিয়েছে। আজ প্রশ্ন জাগে-কোথায় জাতিসংঘ? কোথায় ওআইসি?'

অধ্যাপক মো. আবু সায়েম বলেন, 'দুই বছর ধরে গাজার মুসলমান ভাইবোনদের ওপর ইসরায়েল যে বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা অকল্পনীয়। মুসলিম বিশ্ব আজ নিশ্চুপ, যা আমাদের জন্য লজ্জাজনক। মানবতা ঘুমিয়ে গেছে।' তিনি আরও বলেন, 'যে যুক্তি ফিলিস্তিনিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা কার্যকর হলে তাদের স্বাধীন আবাসভূমির দাবিও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আমি সেই চাপিয়ে দেওয়া চুক্তির তীব্র সমালোচনা করছি। বরং ফিলিস্তিনিদের ভিত্তিতে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের সহাবস্থানই এ সংকটের একমাত্র সমাধান হতে পারে।'

অধ্যাপক মুহাম্মদ এহসানুল হক বলেন, 'গাজার দুই বছরের অবরোধ ভেঙে ফেলতে আন্তর্জাতিক অধিকারকর্মীরা জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা গাজায় ত্রাণ সরবরাহ করার জন্য একটি মানবিক করিডর তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইসরায়েল সেই অধিকারকর্মীদের জলদস্যুতার মোকাবিলা করেছে। আমরা এ জলদস্যু কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাই।'

অধ্যাপক এটিএম মোশাররফ হোসেন বলেন, 'গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। অবরোধ প্রত্যাহার করতে হবে। ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে বিশ্বসম্প্রদায়কে সক্রিয় হতে হবে।'

প্রথম আলো



আহমদ রফিককে শেষশ্রদ্ধা জানান অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ। শুক্রবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : শুভ কান্তি দাশ

শহীদ মিনারে ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিককে শ্রদ্ধা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা



আহমদ রফিক

জীবনের শেষ দিনগুলোতে ভাষাসংগ্রামী, প্রবীণ লেখক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রফিক ছিলেন নিঃসঙ্গ। তবে চিরনিদ্রার দিনে তাঁকে জানাতে অনুরাগী, সুধীজন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন তাঁরা।

বেদনাবিধুর অন্তরে ভাষাসারের দীর্ঘ পথ হেঁটে অনুসারী হৃদয়ে তাঁর অস্তিমযাত্রায়।

গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বাসভবন থেকে আহমদ রফিকের মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আনা হয়। এর আগে সেখানে তাঁর গুণমুগ্ধ ও সুজনেরা পুষ্পস্তবক দিয়ে ভালোবাসা জানে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছিলেন। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রথম যে শহীদ মিনারটি নির্মিত হয়েছিল, তার উদ্বোধনের অনেক ছিলেন সেই সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম শিক্ষার্থী আহমদ রফিক। সেখানেই ৭৩ বছর পর শেষবারের মতো আনা হলো তাঁর নিথর মরদেহ। এখানে তাঁর অন্তিম যাত্রে যায় শ্রদ্ধার্ঘ্য যুক্তরা। শ্রদ্ধা নিবেদনের বাদকপ্রণয়ন ছিল ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক ফাউন্ডেশন। গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ১২ মিনিটে বারডেম হাসপাতালে ৯৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি ছিলেন বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

সাংস্কৃতিকমন্ত্রী মুস্তাফা সরোয়ার অসুস্থ থাকায় অতিরিক্ত সচিব আবুল কাশেম মো. আলাউদ্দিন খানের পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শ্রমজীবী, পেশাজীবী, ছাত্র-যুব, মেয়াদোত্তরী, সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেকে ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিককে অন্তিমশ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'অসীম ভাষাসংগ্রামী হিসেবেই তাঁর পরিচয়টি প্রকাশ হয়ে উঠেছে, তবে তিনি ছিলেন আমাদের দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। এতদাঞ্চলে তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। আর রবীন্দ্র-গবেষক হিসেবে তাঁর কাজ তিনি বাংলায় অতিগুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। আজীবন তাঁর কাজ ও রাজনৈতিক ভাবনা ছিল সমাজের প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে যুক্ত। ফলে তাঁর প্রয়াণ আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আমাদের সাহায্যের তিনি প্রেরণা হয়ে ছিলেন, চিরদিনই থাকবেন।'

অধ্যাপক মনসুর মুসা প্রথম আলোকে আহমদ রফিক সম্পর্কে বলেন, 'তাঁর মতো দেশপ্রেমিক মানুষ এখন বিরল। সবাইকে ভালোবেসে, একটু কাছে কাজ করতে পছন্দ করতেন তিনি। মানুষকে ভেতর মানুষ পরিচয়ে, মিশ্র বিশ্বের ধারণ করতেন। এটাই প্রকৃত মনন্বয়। তাঁর মতো এমন সমন্বয়ধর্মী গুণের মানুষ আর সহজে পাওয়া যাবে না। সবাইকে নিয়ে একত্রে থাকার শিক্ষাই তিনি দিয়েছেন।'

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ট্রাস্টি প্রাবন্ধিক মফিদুল হক বলেন, গণমানুষের মুক্তির জন্য যে আপস আহমদ রফিক সারাজন করেছেন, তাকে নাগরিকই থেকেছেন। মেরুদণ্ড সোজা করে রেখেছেন। দেশভাগ তাঁকে ব্যথিত করেছিল। আজীবন সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ গড়ার চেষ্টা করেছেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন পর্বের শেষে পরিবারের পক্ষে আহমদ রফিকের ভাতিজি রেহেনা আক্তার বলেন, এখানে এত মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছেন দেখে তাঁরা অভিভূত।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আরও স্মৃতিচারণা করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম, অধ্যাপক তীর্থঙ্কর চৌধুরী, চিকিৎসক শর্মিলা আক্তার ও ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক ফাউন্ডেশনের সভাপতি মুনীর শিহাব।

বিএনপির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংসদ সদস্য প্রতিনিধি সভাপতি আবদুল আহমদ। এ ছাড়া শহীদদের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রবাদ ভাষাসংগ্রামীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এর মধ্যে ছিল ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কালিরাইটি অফিস, জাতীয় জাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, লেখক শিবির, একুশের চেতনা পরিষদ, ছায়ানট, উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, গণসংগীত সমন্বয় পরিষদ, চেতনা ফাউন্ডেশন, প্রথম আলো, প্রবাস সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রগতি লেখক সংঘ, বিজ্ঞানচেতনা পরিষদ, সেলাশপ বেঙ্গলিয়া সাসস, অন্য প্রকাশ, অনিন্দ্য প্রকাশ, বিদ্যাসাগর পাঠাগার, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মুক্ত আসর, মতবন্ধু উন্নয়ন সংস্থা, জাতীয় পরিষদ, আমান দোহারী পরিবার, গণতন্ত্রী কেন্দ্র, জাতিসংঘ সমিতি, তাকত, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, গণবাউল পাখ বাঁধা, জাতীয় গণমুক্তি, মুক্তি সিংহ ঘনশ্যাম মুক্তি ইউ, সিরাজী ওয়ার্কার্স পার্টি, জনগণী অনুসন্ধী পরিষদ, বাংলাদেশ জনগণ, বাসস মাস্তবাদী, সমিক কর্মচারী ফেডারেশন, গণসংস্কৃতি আন্দোলন, ঐক্য নাগপ, গণতোরাম, গণমুক্তিসুধা অধিকার কমিটি, যুব ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট প্রভৃতি।

যেসব এলাকায় শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব শেষ হয়। এই পর্বটি সঞ্চালনা করেন বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান। আগেই জানানো হয়েছিল ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক তাঁর মরদেহ ইরাদিয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দান করে গেছেন। সেখানে নিয়ে শোকযাত্রা করেন তাঁর আত্মীয় অনুরাগীরা। শহীদ মিনার থেকে নৈশকেন চত্বর, শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘরের সামনে নিয়ে বনম মোকাব্বার মোড় ঘুরে হোসেনখানা রোড দিয়ে সেন্ডনারিয়ামে হাসপাতালে আসে শোকযাত্রা। হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সাইদুর রাজে আনুষ্ঠানিকভাবে মরদেহ গ্রহণের পর বিদায় দিয়ে যান তাঁর অনুরাগীরা।